Haldia Government College

Affiliated to Vidyasagar University
ESTD: 1988

Project on - **Dowry as a Social Problem**

পনপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি
পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর
গ্রামের ওপর একটি
সামাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা

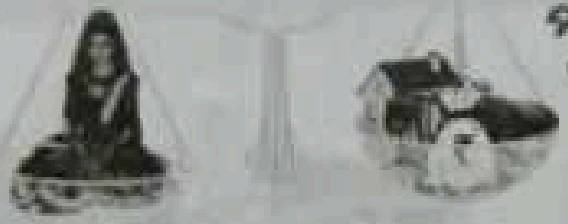

Name- Shrabanti Bag
Subject- Sociology (H)
Semister- 6th
Paper- D.S.E. 4 T
College Roll No.- HGC/SOCH/20/25
University Roll No.- 1116116-200238
Registration No.- 1160172 of 2020-2021
Session- 2020 - 2023

বিষয়বস্তু (contents)

① ঘোষণাপত্র
② কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা ক) অপরাধের সংজ্ঞা খ) অপরাধী সনাক্তকরণ প্রযুক্তি গ) সাক্ষ্যের গুরুত্ব ঘ) সাক্ষ্যের বৈচিত্র্য ঙ) সাক্ষ্যের বৈধতা	[illegible]
১.১. বিষয় নির্বাচন	[illegible]
১.২. পূর্বের পর্যালোচনা	[illegible]
১.৩. গবেষণার উদ্দেশ্য	[illegible]
১.৪. গবেষণাকালের পদ্ধতিসমূহ	[illegible]
দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ	[illegible]
তৃতীয় অধ্যায়: ফলাফল	[illegible]
চতুর্থ অধ্যায়: সারাংশ ও উপসংহার বা মন্তব্য	[illegible]

ঘোষণা পত্র

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত আমাদের ব্যাচ, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সুরাদপুর গ্রামের গৌর একটি ছোট্ট অনীষ্ঠা শীর্ষক যে অনুসন্ধান মূলক কাজটি সম্পাদন করেছি যা অনাভ্যন্তরীণ ছাত্রদের দিতীয় লক্ষ হবার ক্ষেত্রে আংশিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। এই প্রকল্পটির ক্ষেত্রে আমি অধ্যাপক ড: হাবিবুল রহমান এর নির্দেশ অনুসরণ করেছি। এছাড়া আমি আরও ঘোষণা করছি যে এই অনুসন্ধান কাজটি সম্পূর্ণ মৌলিক এবং এই কাজটি আমি আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে অতীতের কোনো সম্পাদন করেনি এবং প্রতিলিপি করেনি।

Signature of Supervisor

Anabanti Bag.
Signature of Candidate

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগের অধ্যক্ষ লিপিকাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রয়োজন অনুসারে ইন্টারনেট সেই গবেষণাপত্র। এই ক্ষুদ্র গবেষণামূলক প্রকল্পটিরক্ষেত্রে আমি যাদের কাছ থেকে আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতা ও নির্দেশনা লাভ করেছি তাদেরকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাই আমার দ্বারকায় আমি হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ড. হাবিবুল রহমান স্যারকে যার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে আমরা গবেষণার কাজটি সম্পন্ন করেছি। এছাড়া বিভাগের শিক্ষিকা ও অন্যান্য স্যার ও সহকর্মীদের শিক্ষিকা, সখী ও বন্ধুদের কাছে অনেক কাজ সহায়তা পেয়েছি। যাদের কাছ থেকে বিশেষ সহযোগিতা পেয়েছি।

পরিশেষে বলি যে গবেষণাটিকে সুন্দর করার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করেছি, তা সত্ত্বেও যদি কোনো ভুল থেকে থাকে, সেজন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী।

এই বিষয়ে যতটুকু সাফল্য অর্জন করেছি তা আমার শিক্ষা গুরু শ্রীরাম চরণ নিবেদন করলাম।

— ইতি

শ্রাবন্তী রায়
বি.এ. অনার্স ১ম সমাপ্তি
বিভাগ হলদিয়া সরকারি
মহাবিদ্যালয় বিদ্যাসাগর
বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ — ০৩.০৪.২০২৩
স্থান — হলদিয়া

প্রথম অধ্যায়

1. ভূমিকা (Introduction):-

আধ্যাত্মিক অসমস্যা কথা দুটো আজকে আমাদের আছে, যদি জীবনে কোনো দায়িত্বের জীবনে মানুষের মধ্যে এই সমস্যা দেখা যায়, যেখানে একজন জীবনেও মানুষের আধ্যাত্মিক অসমস্যা দেখা যায়, তাহলে এর পর থেকে অসমস্যারা আধ্যাত্মিক অসমস্যা উদ্ভবের কারণ অসমস্যা আমাদের মধ্যে দিয়েই সৃষ্টি হয়। আধ্যাত্মিক অসমস্যা মূলত আমাদের এক ধরনের জিজ্ঞাসা যা মানুষ খোঁজে বের করে বা আর কখনওই বের করে না এই অসমস্যা এমন বিষয়টি অসমস্যা যেখানে মানুষ লড়তে চায়না, আর যদি অসমস্যা পড়ে যায় তাহলে সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ খুঁজে। প্রাকৃতিক, জৈবিক, ঈশ্বরিক, আত্মিক, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ইত্যাদি নানা ধরনের আধ্যাত্মিক অসমস্যা সৃষ্টির মূল দায়ী।

- বিভিন্ন আধ্যাত্মিক চিন্তাবিদ বিভিন্নভাবে আধ্যাত্মিক অসমস্যার সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেগুলি হল নিম্নরূপ —

• জার্মানের এর মতে, — "আধ্যাত্মিক অসমস্যা বলতে এমন এক পরিস্থিতিকে বুঝায় যা চাপ, উত্তেজনা, দ্বন্দ্ব এবং হতাশা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন মানসিক দুরবস্থা প্রকাশ করে।"

• হুর্টি ও ডেলগাডো এর মতে, — "আধ্যাত্মিক অসমস্যা হলো এমন এক আধ্যাত্মিক অবস্থা যা আমাদের অভিজ্ঞতা ও উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে এবং ব্যক্তিগত যা অবস্থানের কার্যকারিতা প্রভাবিত হয়।"

• এলকে ও ব্রুক এর মতে, — "আধ্যাত্মিক অসমস্যা বলতে এমন একটি আধ্যাত্মিক বিপর্যয় অথবা অসুস্থতা যেখানে অভিজ্ঞতাকে বুঝায় যা অত্যন্ত কষ্ট বয়ে নিয়ে যায়।"

আধ্যাত্মিক অসমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বিদ্বান ব্যক্তিদের অভিমতগুলি হয়েছে। এই কারণে আধ্যাত্মিক অসমস্যার অবস্থাগুলিকে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

লেখক- 'Richard C. Fuller' and 'Richard R. Myers'
গ্রন্থের 'The Natural History of a Social problem' শীর্ষক প্রবন্ধে সামাজিক সমস্যার ক্রমবিকাশে প্রথম আলোচনা করেছেন। তাঁরা মূলত সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সামাজিক সমস্যার কথা বলেছেন, যথা —

(i) প্রাকৃতিক সমস্যাসমূহ (physical problems)।
(ii) উন্নতিবাচক সমস্যাসমূহ (Ameliorative problems)
(iii) নৈতিক সমস্যাসমূহ (moral problems)

'clarance marshall case' এ সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং সামাজিকীকরণ ছাড়া চারটি সামাজিক সমস্যার কথা বলেছেন, যথা —

(i) প্রাকৃতিক পরিবেশ সমূহ
(ii) জনসংখ্যা (স্থানান্তর বা বসতিসমূহ)
(iii) দুর্বল সামাজিক অবস্থান সমূহ, এবং
(iv) সমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধসমূহের মধ্যে সংঘাতসমূহ।

'R.K. Merton' - তাঁর 'Social problems and Sociological Theory' শীর্ষক গ্রন্থে সামাজিক সমস্যাকে 2 ভাগে ভাগ করেছেন, যথা —

(i) সংগঠনিক সামাজিক সমস্যা (Social disorganization) এবং
(ii) বিচ্যুতি আচরণ (deviant behaviour).

উদাহরণ:
সামাজিক সমস্যার উদাহরণ হলো (i) জনসংখ্যা, নির্ধন বৃদ্ধি, বস্তিবাসী, শ্রমিক বিক্ষোভ, দুর্নীতি, দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা, সন্ত্রাস, বিচ্ছিন্নতা ও শহরায়ণ ইত্যাদি।

পরিচয় :

বিবাহকে কেন্দ্র করে যা বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে অন্যতম গোত্রের মধ্যে, যা শ্রেষ্ঠ নিকটতম আত্মীয়ের মধ্যেই দেখা যায়। এর অন্যান্য অসামাজিক বা ধর্মীয় প্রথানুযায়ী কন্যা পাত্রীর মুখাপেক্ষী। পৃথিবীর প্রায় সকল অনুন্নত বৈষম্যের দেশসমূহের প্রথা রয়েছে। বাংলাদেশেরও অসামাজিক বিবাহ উপরোক্ত। অনেক স্থানের লোকজন হয় থাকে পণপ্রথা তাদের মধ্যে অন্যতম।

এবারটি আমিরুল পরিবারের বিবাহের সময় যদি দেখি পাত্র নিজস্বার্থে ও কন্যাদান যোগ্য পাত্রের কাছ থেকে কিছু টাকা, টাকা, অন্যান্য ইত্যাদি চেয়ে বসে সেটাই পণ। যা আজকে আমার বর্তমান সমাজে আমী এবনী বহুপ্রচার হয়ে উঠেছে। এই অবস্থার কারণই হল পণপ্রথা।

পণপ্রথার ইতিহাস :

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, প্রাচীন কালে বসবাসের অভাবে, স্ত্রীর অভাবে, ভোগের আকাঙ্ক্ষায় পণপ্রথার বিষয়ে বিচার নিল। কিন্তু বর্তমানে সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে পণপ্রথা বেশি বলবৎ হলে শ্রেণিভেদ বৈষম্য বেশকিছু অংশের মধ্যে রয়েছে। বছর পর এরও আগে ইহা বেশকিছু অংশের মধ্যে রয়েছে। তবে এখন বেশি বর্তমানে নিজেই এমন অনুন্নত বদলে গেছে। আমাদের প্রথা পরিবর্তিত আছেন। নিজেই এমন অনুন্নত বদলে গেছে। আমাদের প্রথা ও বহুকালের তুলনা গেছে বাধার।

বিশ্বটি, বেশির জমিদার শ্রেণি পরবর্তী উত্তরাধিকার অনেকটা উত্তর দিক অনেকেরা আছেন কিন্তু খাবেন হয়ত অভাবে বর্ণ, অনেক ইলার বিবাহের পর তার স্বামী বা স্বামীর পরিবার তার উপর বিশেষভাবে চাপ আসে বড় বিচার দেশটির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি হতে থাকে। সেই কারণে আমাদের সেবনটা প্রথায় পরিণত হয়। অথবা বেশি পণ প্রথায় উদ্ভব হয়েছে।

অনুষ্ঠ জীবনে বিয়ে একটি আমাকিক পবিত্র চুক্তি ও পারিবারিক পরিবেশকে কেন্দ্র ও অবলম্বন আমাদের ধর্ম ও সমাজের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখ ও দুঃখ, আর নেতিবাচক রূপে হৃদয়হীন সমাজের পরিচ্ছন্ন নারীজীবনের অন্যতম হাতিয়ার, নারীর যেন আবহমান ধরনের দিকে অনুভবের লক্ষ্য। এই দুটো সামাজিকতার নারীর আদি ও অকৃত্রিম বন্ধনের রক্ষা অবলম্বনের ঘটনায়, মহাভারতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের বঙ্গভূমিতে ব্রাহ্মণ বংশের সেরেস্তা থেকে নৈতিক প্রথার ফলে কুলীন ঘরের পাত্রের সাথে বেরোদ্দুর অস্বাভাবিক বয়স, বহুগুণ ভারতবর্ষীয় হওয়ার আগে পাত্রটি বহুর সামাজিক পরিবার থেকে পরিচালনে থেকে দুইজনের মিল মায়া, খোদা অর্থে ব্যক্তি মুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে জীবন চলায় দুজনের মাঝামাঝি নাঁড়াতেও কুলীন বংশীয় জন, সেরূপ আমাদের নব ও নৈতিক প্রথার বীজদিশা।

পরম্পরার বিরোধী:

(i) পণ একটি সুপ্রাচীন অপরাধ, যেটিকে অধিকাংশ মানুষ হলাম দেখে দেখে,

(ii) পণ দেওয়া বা নেওয়ার সঙ্গে যুক্ত যৌন মর্যাদা হানির বিরোধ আছে।

(iii) পণপ্রথা এক ব্যাধি বহনে, যাঁর কারণে দাবি-দাওয়ার নিচে বা স্বেচ্ছাসেবী অভিভাবকের অসহায়তার আমার ঘোর আর ভার বহনে পারেন।

(iv) পণপ্রথা মুক্ত হলে শাস্তি বিধি বা কেমনভাবে আইনের দ্বারা হবে না রীতিমতো যথাযথ ইলেকট্রনিক ইভিডেন্স বা ফোরেন্সিক আর দেখিল বহনে হয়।

(v) অনেক আমার দেখা যায় পণ দেওয়ার পর ও মেয়েরা অপুষ্টিজনিত মৃত্যুবরণ হন।

5.5 সমস্যা নির্দেশন (Statement of the problem) :-

সমস্যাটা কীভাবে আমাকে প্রভাব ফেলেছে তার মধ্যে দেওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে যে বিভিন্ন ও আকস্মিক পরিবর্তন করা হয়, তাই এই প্রভাব কেন বর্তমান পরিবার ব্যবস্থাকে পরিবেশগত ব্যবস্থাকে পরিবর্তন হয়, এবং বিভিন্ন সমস্যা পরিবার পরিবেশ ও হয়, তাই আবার পরিবর্তন ও হয়। এই অসম্পূর্ণ পরিবর্তন আরোও গভীরে যাওয়ার জন্য আমরা সমস্যা সমাধানে "মুক্তাঞ্চল" বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলাম, তাই "সমস্যা" বলতে "মুক্তাঞ্চল" এর "নামকরণ" আমরা দুটি শব্দে অর্থ বোঝাচ্ছিলাম।

সমস্যাটা দুটি আমাদের অসুবিধা, সমস্যা, বিরক্ত, হয়রানি এই অসম্পূর্ণ পড়াশোনা সময় দিতে পারছে পরিবার পরিবেশ হচ্ছে এই অসম্পূর্ণ থেকে মুক্তিলাভের জন্য তাই এই সমস্যাটি আমাদের এই সমস্যাটি গবেষণা করতে আছে। এই নির্বাচন করার জন্য আমরা এই সমস্যা নির্বাচন করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

- প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

আয়নী-১

উত্তরদাতার সংখ্যা ও জনসংখ্যা

উত্তরদাতার সংখ্যা	মোট জনসংখ্যা
110	557

শুভ: ক্ষেত্র সমীক্ষা

মুরশিদাবাদ জেলার ভেরামারা ব্লকের ভরতপুর গ্রামে আমরা ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছিলাম। উত্তরদাতা হিসেবে আমরা 110 জন গ্রামবাসীকে নির্বাচন করেছিলাম। তাদের প্রদত্ত তথ্য থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে মুরশিদাবাদ মোট জনসংখ্যা 557 জন। উপরিউক্ত আয়নীতে সমীক্ষা করা ছবিও যুক্ত করেছি।

আয়নী-২

উত্তরদাতার বয়স

15-25	26-36	37-47	48-58	59+	মোট
15	21	34	25	15	100
13.63%	19.09%	30.90%	22.72%	13.63%	100%

শুভ: ক্ষেত্র সমীক্ষা

উপরিউক্ত আয়নীতে উত্তরদাতাদের বয়সের ভিত্তিতে মোট 110 জন (100%) মধ্যে 15 জনের বয়স 15-25 (13.63%), 21 জনের বয়স 26-36 (19.09%), 34 জনের বয়স 37-47 (30.90%), 25 জনের বয়স 48-58 (22.72%) 15 জনের বয়স 59+ (13.63%) আমরা জানতে পেরেছি।

আয়নী-৩

উত্তরদাতার জাতি

জাতি	ফ্রিকোয়েন্সি	শতকরা (%)
SC	৫	৪.৫৪%
ST	৪	৩.৬৩%
OBC	২	১.৮১%
GEN	৯৯	৯০%
মোট	১১০	১০০%

সূত্র: ক্ষেত্র অনুসন্ধান

উপরিউক্ত আয়নীতে উত্তরদাতার জাতি ক্ষেত্রে মোট ১১০ জন (১০০%) মধ্যে SC জাতির অন্তর্ভুক্ত ৫ জন (৪.৫৪%), ST জাতির অন্তর্ভুক্ত ৪ জন (৩.৬৩%), OBC জাতির অন্তর্ভুক্ত ২ জন (১.৮১%) এবং GEN জাতির অন্তর্ভুক্ত ৯৯ জন (৯০%) উত্তরদাতা আমরা পেয়েছি।

আয়নী-২

উত্তরদাতার পরিবার ধর্ম

ধর্ম	পরিবার	শতকরা (%)
হিন্দু	১০০	৯০.৯০%
মুসলিম	১০	৯.০৯%
মোট	১১০	১০০%

সূত্র: ক্ষেত্র অনুসন্ধান

উপরিউক্ত আয়নীতে উত্তরদাতার পরিবারের ধর্ম ক্ষেত্রে মোট ১১০ জন (১০০%) মধ্যে হিন্দু ধর্ম পরিবার ১০০টি (৯০.৯০%) এবং মুসলিম ধর্ম পরিবার ১০ টি (৯.০৯%) পাওয়া গেয়েছি।

আয়না-৫

উত্তরদাতার পেশা

পেশা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতাংশ (%)
চাকুরি	15	13.6%
কৃষিকাজ	42	38.18%
ব্যবসা-বাণিজ্য	20	18.18%
গৃহিণী	16	14.54%
অন্যান্য	17	15.45%
মোট	110	100%

ফলাফল বিশ্লেষণ:

উপরিউক্ত আয়নাতে উত্তরদাতার পেশার ক্ষেত্রে 110 জনের (100%) মধ্যে চাকুরি জীবী 15 জন (13.6%) কৃষিজীবী 42 জন (38.18%), ব্যবসা-বাণিজ্য 20 জন (18.18%), গৃহিণী 16 জন (14.54%), অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত আছে 17 জন উত্তরদাতা (15.45%)।

আয়না-৬

উত্তরদাতার উপার্জন

উপার্জনের পরিমাণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা (%)
40,000 - 60,000	28	25.45%
61,000 - 81,000	7	6.36%
82,000 - 100000	27	24.54%
10,00000 +	25	22.72%
মোট	110	100%

ফলাফল বিশ্লেষণ:

উপরিউক্ত আয়নাতে উত্তরদাতার উপার্জনের ক্ষেত্রে 110 জনের মধ্যে (100%) 40,000 - 60,000 টাকা উপার্জন করে 28 জন (25.45%), 61,000 - 81,000 টাকা উপার্জন করে 7 জন (6.36%), 82,000 - 100000 টাকা উপার্জন করে 27 জন (24.54%) এবং 10,00000 টাকার উপরে উপার্জন করে 25 জন (22.72%)।

আইটেম-৭

উত্তরদাতার বাড়ীর ধরন

ধরন	বাড়ির সংখ্যা	শতকরা (%)
কাঁচা	36	32.72%
পাকা	70	63.63%
আধাপাকা	4	3.63%
মোট	110	100%

সূত্র: ক্ষেত্র সমীক্ষা

উপরিউক্ত আইটেমে উত্তরদাতার বাড়ীর ধরন ক্ষেত্রে 110টি (100%) বাড়ির মধ্যে 36টি বাড়ি কাঁচা (32.72%), 70টি বাড়ি পাকা (63.63%), 4টি (3.63%) বাড়ী আধাপাকা দেখা গেছে।

আইটেম-৮

উত্তরদাতার পরিবারের ধরন

ধরন	সংখ্যা	শতকরা (%)
একক	65	59.09%
যৌথ	45	40.90%
মোট	110	100%

সূত্র: ক্ষেত্র সমীক্ষা

উপরিউক্ত আইটেমে উত্তরদাতার পরিবারের ধরন ক্ষেত্রে 110 জন (100%) মধ্যে 65 (59.09%) টি উত্তরদাতার একক পরিবার এবং 45 (40.90%) টি উত্তরদাতার যৌথ পরিবার আছে দেখা যাচ্ছে।

আইটেম-৫/ উত্তরদাতার শিক্ষা

শিক্ষা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা (%)
Illiterate	11	10%
I – V	30	২৭.২৭%
V – XI	45	৪০.৯০%
XI – XII	15	১৩.৬৩%
BA+	9	৪.১৮%
মোট	110	100%

সূত্র: ক্ষেত্র সমীক্ষা

উপরোক্ত আইটেম উত্তরদাতাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে মোট 110 জন (100%) মধ্যে Illiterate তে 11 জন (10%), I-V 30 জন (২৭.২৭%), V-XI 45 জন (৪০.৯০%), XI-XII 15 জন (১৩.৬৩%), BA+ 9 জন (৪.১৮%), শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখতে পেয়েছি।

আইটেম-৬০/ উত্তরদাতার পেশার উপাত্তসমূহ

পেশার উপাত্তসমূহ	সংখ্যা	শতকরা (%)
গৃহিণী	13	১১.৮১%
অসমর্থ ব্যক্তি	19	১৭.২৭%
বাসাবাড়ি	0	0
লাঠি টানা	32	২৯.০৯%
সুস্থ সামর্থ্য নয়	0	0
কিছু নারীরা	46	৪১.৮১%
মোট	110	100%

সূত্র: ক্ষেত্র সমীক্ষা

উপরিউক্ত আইটেমে উত্তরদাতাদের কাছে পেশার উপাত্তসমূহের উপাত্তগুলো 110 জনের মধ্যে (100%), যারা গৃহিণী 13 টি পরিবার (১১.৮১%), অসমর্থ ব্যক্তি নিয়ে 19 টি পরিবার (১৭.২৭%), বাসাবাড়ি পেশা হিসেবে এমনটি 0 (0%) পেয়েছি উত্তরদাতার পরিবার, যারা লাঠি টানা নিয়ে 32 টি পরিবার (২৯.০৯%), সুস্থ সামর্থ্য নয় পেশা হিসেবে মোট 0 (0%) পেয়েছি

উত্তরদাতার বয়স, তথা ৫৫টি পরিবার নিয়ে গবেষক তৈরি।

প্রশ্নমালা-১১ উত্তরদাতার বিবাহের বয়স

বিবাহের বয়স	সংখ্যা	শতকরা (%)
11-15	14	12.72%
16-20	61	55.45%
21-25	16	14.54%
26+	16	14.54%
অবিবাহিত	3	2.72%
মোট	110	100%

ফল: ও অনীক্ষা

উপরিউক্ত আলোচনা উত্তরদাতাদের বিবাহের বয়স ছকটি মোট 110 জন (100%) সর্বোচ্চ 11-15 বিবাহের বয়স 14 (12.72%) জনের, 16-20 বিবাহের বয়স 61 (55.45%) জনের, 21-25 বিবাহের বয়স 16 (14.54%) জনের, 26+ বিবাহের বয়স 16 (14.54%) জনের বাদ দেখাচ্ছে সবচেয়ে বেশি সর্বোচ্চ 3 (2.72%) অবিবাহিত উত্তরদাতার বাদ দেখাচ্ছে উত্তর পেয়েছি।

Muradpur, West Bengal, India

Muradpur, West Bengal, India

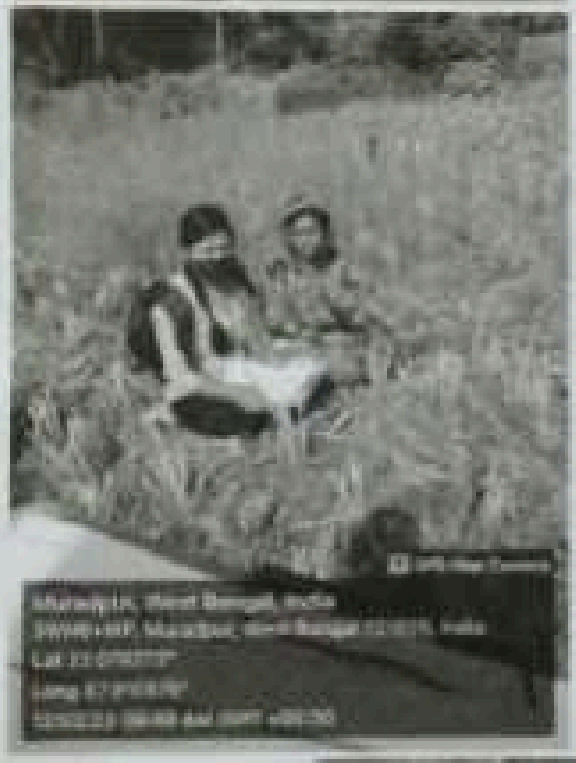
Muradpur, West Bengal, India

Muradpur, West Bengal, India

Muradpur, West Bengal, India

তৃতীয় অধ্যায়

- জীবন স্মৃতি

জীবন স্কেচ (Case study): Case study-1

নাম → দিদিরানী মাইতি
বয়স → 50
জাতি → হেকুমারেন
ধর্ম → হিন্দু
শিক্ষাগত যোগ্যতা → মাধ্যমিক পাস
পেশা → কৃষিকাজ ও ঘরোয়া রোজগার
বার্ষিক আয় → ৩৫,০০০

— পূর্বমেদিনী জুড়ে ছেলের অন্ধকার খড়াইয়ের গ্রামের দিদিরানী মাইতি নামের এক মহিলার বাড়িতে সংবাদ দিতে গেলে আমরা দিদিরানী বিধবা মহিলা হয়ে বিয়ে করতে পারেন। দিদিরানী দাসের পরিবারটি বেশ সচ্ছল। মোট সদস্য ৫ জন তার পরিবারের প্রধান হলো তার স্বামী। তারা চেলার সুখার মাইতি তাদের বাড়ি। তারা চেলার কৃষি কাজ করেন। তবে দিদিরানী মাইতি হলেন তার বিয়ে ১৩ বছর বয়সে। আজকে হয়েছে ১৫ বছর বয়সে হয়। বিয়ের সময় তার স্বামীর বয়স ছিল ২২ বছর। তিনি তাদের তার বিয়েতে খুব খুশি হয়েছিল তার বাবা / মেয়ে কে কোনো কিছু দেওয়া হয়নি। তবে তার হয়েছিল ও বিয়েতে তাদের দিয়ে হয়েছিল। তবে তার শ্বশুর শাশুড়ি পরিবারের ছেলেদের ও স্বামীর সম্পর্ক ভালো ছিল। বিয়ের পর সন্তান জন্ম তার উপর বেশি ছিল। বর্তমান সময়ে পুষ্টিকর খাদ্য নেই। তবে তিনি হলেন বর্তমান সময়ে পরিবারে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। আর দাঁড়িয়ে তিনি বেশিরভাগ সময় বাড়িতে না থাকায় বিকেল সময় হলেন যে। সম্পূর্ণভাবে পরিবারে। তার ছেলে সন্তান হয়েছে তাই বিয়ের বিরুদ্ধে হয়। তার ছেলে সন্তান হয়েছে তাই দিদিরানী মাইতি বলেন তাকে ও স্বাধীন হবে। তিনি বলেন বিয়েতে সময় মেয়ের জন্য তিনি সচেতন হবেন। অহংকার হয়েছেন। অল্প ব্যক্তি তাকে সুস্থভাবে বলেন অহংকার হয়েছেন।

- সমাজকে সঠিক হতে হবে অনুসন্ধান আর তারপর পদ্ধতিগুলি দৈবক্রমে বলেন না সুনির্দিষ্ট নিয়ম বলেন। যে কারণ আলোচনা তিনি বলেন উপাদান পদে দেওয়া ও চলমান সাক্ষ্য না তবু ৬ তারে তার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য সক্রিয় হবে। তিনি বলেন যে পদে বলেন যে পদে প্রথা চালু করতে হবে অন্যথায় পরিচালক নির্ধারিত হবে। আসামীর সচেতন হতে হবে।

Case Study - ৭

নাম -> তাহেরা বিবি
বয়স -> ২৭
জাতি -> ST
ধর্ম -> মুসলিম
শিক্ষাগত যোগ্যতা -> মাধ্যমিক
পেশা -> গৃহিণী বাড়ি চালক
বাড়ি ঠিকানা -> ঐ গ্রামের

পূর্ব নোদিনী গ্রুপ গ্রামের অনুযায়ী মহাদেবপুর গ্রামের তাহেরা বিবি নামে এক মহিলার বাড়িতে গেলে সমীক্ষা করতে গিয়ে সব কথা বলিয়ে তাদের কাছেও যাই। তাহেরা বিবি পরিবারটি একান্ত পরিবার। মোট সদস্য ৭ জন তার পরিবারের প্রধান কর্তা তার স্বামী সেক মাজু তাদের বাড়ি পাকা একটা দোকান তিনি দোকানে চাকরি চালক। তবে তাহেরা বিবি বলেন তার বিয়ে হয়ে আসে হয়েছে 15 বছর বয়সে হয়। বিয়ের সময় তার স্বামীর বয়স ছিল ২০ বছর, তিনি আমার তার বিয়েতে পণ দিতে হয়নি। তিনি সানন্দে বিয়ে করেছিলেন। তবে তার সংসার তার পরিবারে লোকজনের ও স্বামীর সম্পর্ক

গেলেন। বিয়ের পর মেয়ের জন্য তার কোনো অভাব ছিল না। তিনি বলেন বর্তমানে সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি মনস্থির করতে না। তাই বলেন যে, সম্পূর্ণ রাজি থাকলে না পারায় অনেক সময় বিয়ে বিচ্ছেদ হয়। তবে তার ছেলেকে মেয়ে দিয়ে এবং তিনি বলেন যে তিনি মন চাইলে না তার ছেলের জন্য রাজি থেকে। তিনি আরও বলেন যে আমাদের সচেতনতার মাধ্যমে মনস্থির তিনি অবিবাহিত থাকা হিসেবে বিবেচনা করেন। তিনি শেষে বলেন যে এর প্রথাটুকু বন্ধ করতে সরাসরি পদক্ষেপ নিতে হবে। মানুষকে সচেতন করতে হবে।

Case Study - 3

নাম → আলমি রানা
বয়স → ৭৫
জাতি → বেদে
ধর্ম → হিন্দু
শিক্ষাগত যোগ্যতা → তৃতীয় শ্রেণী
পেশা → কৃষক
বার্ষিক আয় → ৫ হাজার

পূর্বদেশিনী খুলনার অন্তর্গত ফকিরহাট গ্রামের আলমি রানা নামের একজন মহিলার বাড়িতে দাম্পত্য বিষয় পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে জানতে পারলাম আলমি রানীর দাম্পত্যজীবন একবারে বিষময়, মোট সমস্ত ৭ জন ছিল পরিবারের প্রধান কর্তা তার স্বামী শ্রীপতি রানা, অনেক বাড়ি মানুষ তারা একসঙ্গে বসবাস করেন। তবে আলমি

সীমা বছরের আগে বিয়ে। ১৩৭৫ সালে হয়েছে ১৪ বছর বয়সে হয়, বিয়ের সময় তার স্বামীর বয়স ছিল ২০ বছর। নিজে অমত তার বিয়েতে মত দিতে হয় নাই। তিনি বলেন অনেক অনুরোধ করেই বিয়ে হয়েছিল। তবে তার শ্বশুর তার পরিবারের ছেলেদের ও স্বামীর সম্পর্ক ভালো। বিয়ের পর পরেই কর্ম তার উপর কোনো অত্যাচার হয় নাই। তবে তিনি বলেন বর্তমান সমাজে পণ প্রথাকে সমর্থন করেন না। আর দাঁড়িয়ে নিজে পণপ্রথাকে সমর্থন না পাওয়ায় অনেক বলেন যে অসুখী জীবন অতিবাহিত না পাওয়ায় অনেক সময় বিচ্ছেদ হয়। তবে তার মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার সময় অনাদিত হয়েছিল কারণ তিনি বলেন তবে ছেলেরা জাতি থেকে তোমরা মাহিন্দরী তার তাদের মেয়েদের বালোবেলা শিক্ষা পড়াশোনা দিয়েছিল। তিনি শেষে বলেন যে পণপ্রথার দূর হয়ে যাওয়ার সহযোগি পদক্ষেপ নিতে হবে। গোটা মানুষকে সচেতন হতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

- আক্রমণ ও উপসংহার বা আরম্ভ

আয়োজন ও ধন্যবাদ:

এই নিবন্ধটিতে ছয়টি গবেষণামূলক পদ্ধতিতে আয়োজন ও ধন্যবাদসূচক শব্দটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি চারটি অধ্যায়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। এই চারটি অধ্যায় হল —

1. প্রথম অধ্যায়
   - ভূমিকা -
2. দ্বিতীয় অধ্যায়
   - ছোট্ট ভেবে চিন্তাভাবনা -
3. তৃতীয় অধ্যায়
   - কীভাবে করি -
4. চতুর্থ অধ্যায়
   - আয়োজন ও ধন্যবাদসূচক -

প্রত্যেকটি অধ্যায়ের মূল বক্তব্যগুলিকে নিম্নে লিপিবদ্ধ করলাম —

● বিগত কিছুদিন অনুসন্ধানে কাজ করার সময়ে প্রথম অধ্যায়ে প্রবেশের আগে আমরা আলোচনা করেছি যে কোনটি আমার কাজ আসলে কী ছিল এবং কীভাবে করেছি, কোথায় পাওয়া গেছে, কোথায় গেছে, নদীয়ার ইতিহাস ও তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি, এছাড়াও বহু তথ্য সংগ্রহ করেছি। আবার প্রয়োজন মতো কোথাও গেছি। আমাদের এই কাজ সম্পন্ন করার মূল উদ্দেশ্য ছিল যে নদীয়া সম্পর্কে আরো কতগুলি বিষয় রয়েছে যার সাথে সাধারণ মানুষ অপরিচিত। গবেষণা পত্রটি নিয়ে যে প্রকল্প অনুযায়ী পুরোপুরি অনুধাবন হয়েছে তা আসলে প্রকৃত অনুসন্ধান করার মাধ্যমে আলোচনা করেছি এই প্রথম অধ্যায়ের মাধ্যমে,

● পূর্বে সরেজমিন তদন্ত প্রক্রিয়াটি দ্বিতীয় অধ্যায় প্রসঙ্গে বলতে আমরা যে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়েছিলাম সেখানে আমরা একটি Schedule বা Questionnaire তৈরী করেছিলাম, যেখানে মোট ৭২-টি Question ছিল এবং সেই প্রশ্নগুলিকে উত্তর হিসেবে যাঁরা লোকে সাড়া দেয় আর আমরা যে উত্তর পেয়েছি সেই উত্তরগুলোকে আমরা এখানে ॥-টি আইটেম আকারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছি, আমরা যা দেখিয়েছি অগ্রভাগে সেই তথ্যগুলো হল— উত্তরদাতার অবস্থা, বসবাস, উত্তরদাতার বয়স, জাতি, ধর্ম, ভাষা, উত্তরদাতার পৈতৃক বাড়ীর ধরন, পরিবারের ধরন, শিক্ষা, পিতার বয়স, দুগ্ধবের ইলেকট্রিক প্রভৃতি।

● দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি কৃষ্ণনগর গ্রামে যে সব উত্তরদাতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করেছি। আমি 10ই জানুয়ারি থেকে ক্ষেত্রসমীক্ষা এখানে শুরু করেছি, ॥-ই ফেব্রুয়ারি থেকে 14-ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাদের জীবন সম্পর্কে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছি, যাকে Methodology-তে বলা হয় Case-study. একটি case study-র আরো অনেক case study influence করেছে, সেগুলিই উপস্থাপনা জীবন গ্রন্থটি লেখা।

ইতিমধ্যে যে সকল বিষয় গুলোর মাধ্যমে আমরা আলোকপাত করেছি তার অন্যতম হল যে পদ্ধতির কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করে যে সকল তথ্য গুলো পেয়েছি, উপরিউক্ত তথ্য গুলোকে বিশ্লেষণ করে যে কারণ গুলো আমরা পেয়েছি সেই কারণ গুলোকে নিম্নে বিভাগগুলি নীচে ডায়েগ্রাম মাধ্যমে তুলে ধরেছি —

আমাদের সমাজে অনেক মেয়ে আজ কেমন ভাবে নিজের পরিবারের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অথবা মহিলারা পুরুষ অধীনতার বদলে অধীনতার পুরুষের অধীনতা থেকে মুক্ত হতে পারছেন, কখনো বা আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যে অধীনতার বদলে অধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। তাই বর্তমান সময়ে নারীর সামাজিক অবস্থান, বৈষম্য, অধিকার, বৈষম্যের এক বড়ো সামাজিক সমস্যা, এবং অধিকার তথা মূল্যবোধ আজকের দিনে হয়েছে। মেয়েরা ঘরেবাইরে তারা বাধ্য হচ্ছেন যেকোনো বেশের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যতা পেতে। এখানে সতীর মা-বাবা রাজী হয়নি। পুরুষ তিনজনের মধ্যে প্রতি সমাজের বিবাহ আইন মেয়ে প্রধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

খ. অমল প্রথম স্মৃতি রম্যাঁয় প্রাপ্ত পিতামাতার স্নেহ, তিনজন মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়ার কথা কোনোটা আছে না, কিন্তু অন্তরের বহুপ্রাপ্তির মধ্য কথা অমলের মধ্যে মুক্তিলাভ হয়েছিল। কিন্তু তার মা-বাবা বাধ্য হচ্ছেন আমাদের অভাব তবে নীরবতার জন্য দায়ি করা যেতে পারে। কিন্তু অমল প্রাপ্ত আর পিতা মাতার আমাদের এই দায়িত্বহীন মধ্যবিত্ত পরিবার বলেন পরিবার ছেড়ে বাইরে বাস, যেমন - বিয়ের বাস স্বীকার করি সমস্যা, আমাদের সমাজে মেয়েদের বিয়ের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। মেয়েদের বিবাহ স্বীকার যেমন - সমাজে শিক্ষিত মেয়েদের ক্ষেত্রে 16 থেকে 18 বা 19 বছরের মধ্যে এবং গ্রামের অশিক্ষিত মেয়েদের ক্ষেত্রে বিবাহপ্রাপ্তি গুরু মধ্যবিত্তীয় (14 থেকে 18) বিবাহিত হয়। সমাজ মেনে অবস্থা বদল।

গ. চিরকুমার সভার সভ্য সমাজে যুবতী অনাদৃত করে লালা হয়নি চিরকুমারী অবস্থানকে সমাজে তার চেয়ে বেশি অনাদৃত করে। পুরুষ ও মহিলাদের প্রতি এরূপ বৈষম্য

"কৌলিক" শব্দটি বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, নিজে-নিজে কাজ করার প্রবৃত্তি মনে করেন এবং কাজকে কৌলিক অর্থ সম্পন্ন করতে সহায়তা ও উৎসাহ দান, কিন্তু অধিকাংশ কৌলিকের দাবি বিচারে অনুচ্চ শিল্পগত সামর্থ্য গ্রহণ না। শুধুমাত্র কৌলিক প্রদানকে অন্যান্য অবস্থায় আবার অবস্থা সম্পন্ন করতে পারেনা। প্রাপকের পরিচিতি ধারার রূপ নেয়।

গ. নারী ও পুরুষের প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণ কৌলিক উপাদান আরো একটি অন্যতম কারণ, যেমন নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে পুরুষের ব্যবহার বিভিন্ন, পুরুষের তুলনায় আয় পার্থক্য অর্থনৈতিক অধিকার সামাজিক নারীর পাশে ও। তেমনি কৌলিক গুণের তুলনায় নারীর বয়স হয়, সন্তানধারণে, নারী বিবাহের ক্ষেত্রে পিতা পতি যেমন - বয়স, শিক্ষা, আর্থিক সক্ষমতা হয়েছে তা হলেও কখনোই ও, তেমনকি কুলের কৌলিক বিবেচনা করেন না। শাস্ত্র দেখা যায়, ধর্ম অনুযায়ী তেমনকি পুরুষের দ্বারা ধর্ম ক্ষেত্রে প্রতিপালনের অনেক কাজ-কর্ম থাকে সমাজিকভাবে কৌলিকের সুখপ্রদ করতে হয়ে হন।

ঘ. "কৌলিক" প্রদানের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো নারী শিক্ষার। আমরা এখন নারী আমাদের দেশের অর্ধেক কাজের অবদান রাখে। অনুধাবন করা যায় যে - অধিকাংশই অশিক্ষিত ও দারিদ্রীর কারণে নিজস্বপরিবার কাজে অতি কম কৌলিক দেয় না থাকে। তারা শুধু পেশাগত দক্ষ করেছে, পরিবারে নিরক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত এবং দারিদ্রীর এবং কম পুরুষ তারা আরোও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কৌলিকের দীর্ঘ নিয়োগের

● মূলত আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণে আমাকে অনেক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ভূমিকা। এর কারণে দেশের আয় কৌলিক প্রদানের বাড়িয়েছে আর অনেকগুলো ব্যবসায়ীদের। মুখ্য সুবিধার রয়েছে, কম বা দুর্বল এখানের ব্যবসার আকৃতির অবস্থিতি কৌলিকের জন্য নির্ধারিত।

অতএব, আমরা যৌতুক-কে যে বেআইনি ঘোষণা করার সমালোচনা করছি তার কারণ সামাজিক প্রথা আইনের মাধ্যমে পরিবর্তন হয়নি। একথা বলার জন্য আমরা বলছি না, আবার উল্টো ক্ষেত্রে আমরা প্রতিক্রিয়াশীল নই বলেই। আমরা শুধুমাত্র প্রশ্ন তুলছি, কেননা এতে সমাজকে ভুল বোঝানো হয়।

এই প্রেক্ষিতে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলি যে বিধানে বলেছি যে, যেটা কেবলমাত্র সামাজিক কুপ্রথা, এই প্রথাকে বন্ধ করার জন্য আইনের অনুশাসনকারী হিসাবে আমি মনে করি এই কুপ্রথা বন্ধ করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত বলে আমার মনে হয়, যথা—

১ম কারণ : যৌতুক গ্রহণ অনাদিকাল থেকে চলে আসছে যে যৌতুকের দাবি নিয়ে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা, কখন যৌতুক দাবি ও যৌতুক গ্রহণকে নীতি, ভীতি ও কার্যকরতা দ্বারা বন্ধ করে দিলে একে মনে করেন। যৌতুক দাবি এবং গ্রহণ হয়নি সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো দাবি মূলক স্বভাবকে ও নিয়মকে মনে হবে। যৌতুক দাবি, গ্রহণ হলেও যে বেআইনি নয়, যৌতুক গ্রহণ যে সমাজের ইতিহাস বিরোধী এবং তাকে সরাবার জন্য প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত : যৌতুক গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়ে গেলে মহিলা নিজেরাই এবং আইনি বর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কেননা দেখা গিয়েছে যে, বর্মজীবী মহিলাদের হার খুব বেশি, যেমন যৌতুক দাবি করা হয় না। অতএব মেয়ে আইনি সমাজের নিজেরাও বর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে তারা যৌতুকের দাবি উঠবেনা।

তৃতীয়ত : যেহেতু বেকারত্ব ও দারিদ্র্য যৌতুকের জন্য অন্যতম কারণ সেহেতু যৌতুক সমস্যা সমাধান করতে গেলে সামগ্রিক বেকারত্ব দূরীকরণের বর্মসংস্থান করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

চুম্বকীয় :- যেহেতু ইংলিশ বলতে কিছুটা আমরা-আপনি বাংলাদেশে দাবি নিচ্ছি। আজকে আমরা অন্যান্য বাংলাদেশ অনুকরণ করার আগে সময় পেয়েছি বলেই তোমা পরিবেশের চেয়েছেন। ইংরেজি আমাদের ইতিহাস বা আধুনিক শিক্ষিত করিয়াছে সমাজব্যবস্থায়। প্রথম আইনশাস্ত্রবিদগণ অনুসরণ করেন উদ্যোগে বিচার অনুষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা করে। সেই অভিজ্ঞতা কাজে বিচার করতে হয় ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমাজ, বিশেষজ্ঞ ইসলামি ফৌজদারি আমরা এবং অভিজ্ঞতা উদ্যোগে ফৌজদারি বিচার বিষয়ে বিশ্লেষণ করা, ফৌজদারি পরিবীক্ষণ বিষয়ে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ফৌজদারি দায়িত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রিত বিষয়ে প্রাচ্য - পাশ্চাত্যে হিসাব সামাজিক অর্থনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা যোগাতে পারে।

HALDIA GOVERNMENT COLLEGE

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়

সমাজবিদ্যা বিভাগ

প্রশ্নতালিকা (Schedule)

বিষয় : পনপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি

[Dowry as a Social Problem]

---

১) নাম :

২) বয়স :

৩) জাতি :

৪) ধর্ম :

৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা :

৬) পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা :

৭) পরিবারের প্রধান কর্তা :

৮) পরিবারের বার্ষিক আয় :

৯) বাড়ি : ১) কাঁচা ☐

২) পাকা ☐

১০) পেশা :

১১) পরিবারের ধরণ : ১) যৌথ ☐

২) একক ☐

১২) আপনার কত সালে বিয়ে হয়েছে ?

➡

১৩) আপনার কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে ?

➡

১৪) আপনার স্বামী / স্ত্রীর বিয়ের সময় কত বছর বয়স ছিল ?

➡

১৫) পণপ্রথা সম্পর্কে আপনি কি অবগত ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

১৬) আপনার বিয়েতে কি পন দিতে হয়েছিল ? যদি হয় তাহলে কি কি ?

➡

➡

১৭) আপনার বাবার বাড়ির লোকেরা কি ভাবে পন দিয়েছিল ?

১) নগদ টাকা ☐

২) জিনিসপত্র ☐

৩) উভয়ই ☐

১৮) আপনার সঙ্গে আপনার স্বামীর সম্পর্ক কি রকম ?

➡

১৯) বিয়ের পর পনের জন্য আপনার বাবার বাড়িতে কোনো সমস্যা হয়েছিল ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

২০) পনের জন্য আপনার বাবার বাড়িতে কোনো সমস্যা হয়েছিল ? যদি হয়ে থাকে তবে কি রকম সমস্যা হয়েছিল ?

➡

➡

২১) পরিবারের মধ্যে আপনি যে অত্যাচারিত হয়েছেন তার ধরনগুলি কীরকম ?

৩) শারিরিক ☐

২) মানসিক ☐

৩) উভয়ই ☐

২২) যদি আপনার উপর অত্যাচার হয়ে থাকে তাহলে কারা করেছিল ?

➡

২৩) যদি আপনার উপর অত্যাচার হয়ে থাকে, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ স্বরূপ কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছিল ? যদি হয়ে থাকে তাহলে কি রকম ?

➡

➡

২৪) পণের জন্য এখনো কি আপনাকে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ?

➡

২৫) আপনার মতে পণপ্রথার জন্য কারা দায়ী ?

➡

২৬) বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে আপনি কি পণপ্রথাকে সমর্থন করেন ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

২৭) আপনার কি মনে হয় পণপ্রথা কোনো পরিবারের আর্থিক সংকট মোচন করে ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

২৮) পণ দিলে কি মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয় ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

২৯) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ পণ দিতে না পারার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ কি বাড়ছে ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩০) আপনার মেয়ে সন্তান হলে আপনি কি পণ দেবেন?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩১) আপনার মেয়ের বিয়ে কত বছর বয়সে দেবেন ?

➡

৩২) আপনার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় আপনি কি সতর্কতা অবলম্বন করবেন?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৩) কি ভাবে সমাজে পণপ্রথা দূর করা যাবে ?

১) শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ☐

২) জনমত গঠনের মাধ্যমে ☐

৩) যৌতুক বিহীন বিবাহের মাধ্যমে ☐

৪) সচেতনতার মাধ্যমে ☐

৩৪) আপনার মতে পণপ্রথা কি একটি ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিশাপ ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৫) পণপ্রথা কি একটি জ্বলন্ত বিষয় ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৩) আপনি কি মনে করেন অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা, দারিদ্র্যতা পনপ্রথার একমাত্র কারন ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৭) আপনি কি পন দেওয়া ও নেওয়ার পক্ষে ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৮) আপনি কি মনে করেন পনপ্রথার জন্য বাবা/মায়েরা মেয়ের জন্ম দিতে চায় না ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৯) পনপ্রথা কি মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৪০) সরকারের কি পনপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৪১) আপনি বিয়ের সময় "পন নয়" বিষয়টিকে ত্বরান্বিত করতে চান ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৪২) পনপ্রথার প্রভাব গুলি কি কি ?

১) বধূ নির্যাতন ☐

২) বধূ হত্যা ☐

৩) অন্যান্য ☐

৪৩) পনপ্রথা কিভাবে দূর করা যাবে এই বিষয়ে আপনার পরামর্শ কি হতে পারে ?

➡

অপরাজিতা বাগ

সমীক্ষকের স্বাক্ষর